৪০০০তম পাড়াকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত

বিশেষ ক্রোড়পত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
০৮ মাঘ ১৪২৪
২১ জানুয়ারি ২০১৮

বাণী

পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্রের উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রকৃতির অপরূপ সুষমায় লালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এ এলাকার অধিবাসীদের সহজ সরল জীবনযাত্রা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। বর্তমান সরকার পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সর্বোপরি পার্বত্যবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার সুফল ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। সরকারের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অনগ্রসরতা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় মৌলিক সামাজিক সেবা নিশ্চিতকরণে পাড়াকেন্দ্র স্থাপন একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। এর মাধ্যমে দেশের সকল অংশের শতভাগ জনগোষ্ঠিকে মৌলিক সেবার আওতায় এনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৪০০০তম পাড়াকেন্দ্রের মাইলফলক অর্জনে আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। গণমুখী এ কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

পাড়াকেন্দ্র : এক ছাদের নীচে সকল সামাজিক সেবা

মোহাম্মদ ইয়াছিন

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং নৃ-বৈচিত্রমন্ডিত প্রাকৃতিক লীলাভূমি এ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এখানকার জীবনধারা যতটুকু সহজ ও সরল ততটুকু প্রতিদ্বন্দ্বীতাময়। ১৩,২৯৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ১০ ভাষাভাষি ১৩টি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এ অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ব্যবহার উপযোগী ভূমির অপ্রতুলতা এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস, আদিম প্রকৃতির চাষাবাদ, নিম্ন মজুরী, দক্ষতা ও পুঁজির অভাব, সীমিত সুযোগ, প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান নিম্নতর পর্যায়ে। তাছাড়া দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সরকারী/বেসরকারী সেবা প্রবাহ খুব সহজে জনগণের কাছে পৌছাতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও যোগাযোগ দুর্গমতা ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে ঝরে পরার হার উচ্চ। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জনবল ও অসচেতনতার কারণে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার অধিক। পার্বত্যাঞ্চলে মা ও শিশুরা পুষ্টিজ্ঞান ও পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রকোপও এখানে বেশী। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে সুপেয় পানির প্রাপ্যতার অভাব রয়েছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের হারও কম। এসকল সমস্যা নিরসনকল্পে ইউনিসেফের সহায়তায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩ পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলার ১১৯টি ইউনিয়নের ৩৫১৯টি গ্রামের ১,৬৫,০০০টি পরিবারের জন্য (যাদের ৭০% উপজাতীয় সম্প্রদায়) মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পাড়াকেন্দ্র- সকল ধরনের মৌল সেবা বিতরণের কেন্দ্রবিন্দু : ৩০০ বর্গফুটের পাড়াকেন্দ্রটি স্থানীয় জনগণ তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিজ্ঞান ও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তব্য উপকরণ দিয়ে তৈরী করে। স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় না এমন উপকরনের জন্য প্রকল্প থেকে সহায়তা দেয়া হয়। পাড়ায় এটি ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস ডেলিভারী আউটলেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাড়াকেন্দ্র নিম্নবর্ণিত কাজে ব্যবহৃত হয়ঃ
ক) ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-শৈশব যত্ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দান, খ) গর্ভবতী, প্রসুতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দান, গ) প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম, ঘ) স্বল্পব্যয়ী ও যথোপযুক্ত জীবন নির্বাহী কৌশল ও পদ্ধতির প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ, ঙ) শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার ও নারীর অধিকার বিষয়ক ধারনা প্রদান ও কম্যুনিটি সদস্যদের এসব বিষয়ে আচরণগত পরিবর্তন সাধন, চ) কম্যুনিটির হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষন এবং ছ) কম্যুনিটি সভা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সামাজিক কাজে ব্যবহার।

স্থানীয় একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী কেন্দ্রটি পরিচালনা করেন। ৭ সদস্য বিশিষ্ট পাড়াকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি পাড়াকেন্দ্রের যাবতীয় কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করেন।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন : প্রাক শৈশব, প্রাক-প্রাথমিক ও মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা : ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে ৩ থেকে ৫ বছর শিশুদের জন্য পার্বত্যাঞ্চলের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় রেখে একটি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য জাতীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম অনুসরণ করে পাঠদান করা হচ্ছে। পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা লাভের পর শিশুরা নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত দুই লক্ষাধিক শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

আবাসিক বিদ্যালয় -ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণ : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড একটি বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ১০০০ শিক্ষার্থী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করছে যা শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনে অত্যন্ত ইতিবাচক ও সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখছে।

রক্তস্বল্পতা -এক নিরব ঘাতকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম : আইসিডিপি প্রকল্পের উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠির শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা'দের মধ্যে রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধে একটি বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচীর আওতায় উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠির গর্ভবতী মহিলাদের পূর্ণ গর্ভকালে প্রতিদিন ১টি আয়রন বড়ি, বুকের দুধ দানকারী মা'দের প্রসবের ৩ মাস পর্যন্ত প্রতিদিন ১টি আয়রন বড়ি, নববিবাহিতা মাহিলাদের গর্ভবর্তী হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে ২টি আয়রন বড়ি এবং ১৩-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের সপ্তাহে ২টি আয়রন বড়ি প্রদান করা হয়।

সুচিতা- জীবনের জন্য: আইসিডিপি, প্রকল্পভুক্ত পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশান ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য উপযুক্ততা অনুসারে পানীয় জলের উৎস স্থাপন, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অভ্যাসের মান উন্নয়ন, আচরনের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটানো এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্যানিটেশানের ব্যবস্থা করা। এ কর্মসূচীর অধীনে পাড়াকর্মী, সিনিয়র পাড়াকমী ও পিসিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ, কম্যুনিটির চাহিদা অনুসারে পানীয় জলের উৎস স্থাপন, অতি দরিদ্রদের স্যানিটেশান সুবিধা উন্নয়নের জন্য স্বল্প মূল্যের লেট্রিন সরবরাহ, নলকূপ কেয়ার টেকার প্রশিক্ষন, পরীক্ষামূলক ইকোলেট্রিন স্থাপন, পাড়াকেন্দ্রে হ্যান্ড ওয়াশিং ষ্টেশন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিশু সুরক্ষা- একটি অবশ্য পালনীয় কর্মোদ্যোগ : শিশুর জন্ম নিবন্ধন একটি অতি আবশ্যকীয় কর্মকান্ড। পাড়াকর্মীগন তার আওতাভুক্ত পরিবার সমুহের ১৮ বছরের নীচের সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে কাজ করছে। পাড়াকেন্দ্রের ৩-৬ বছর শিশুদের ৯২ শতাংশ এবং অনুর্ধ ১৮ বছর বয়সী শিশুদের ৭৮ শতাংশের জন্ম ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হয়েছে। এছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের দলগঠন, জীবন দক্ষতা শিক্ষা, বৃত্তি প্রদান, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পাড়াকেন্দ্রে আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৫৪০টি কিশোর-কিশোরী দলগঠন করা হয়েছে ; ৮৫ জন দলনেতাকে জীবন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ২৩৭ জন কিশোর-কিশোরীকে উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের সহায়তাকল্পে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ : শিশুর শারীরিক শাস্তি নিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, শিশু শ্রম বন্ধ, স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাস গড়ে তোলা, শিশু ও নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পাড়াকেন্দ্রে নানা ধরনের যোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নিয়মিত উঠান বৈঠক আয়োজন, পাড়াকর্মী কর্তৃক পরিবার পরিদর্শন, সচেতনতামূলক সিনেমা, নাটক ও লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান আয়োজন করা। এছাড়াও পাড়াকেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় ধর্মীয় গুরু ও ঐতিহ্যবাহী নেতাদের কম্যুনিটি উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাশাপাশি শিশু ও নারীর অধিকার বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উৎযাপন ও স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন IEC উপকরণ তৈরী এবং বেতারের মাধ্যমে বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বদলে যাচ্ছে পার্বত্য জীবন ধারা : সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় জনগণের সামাজিক সূচকসমুহের ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন- গর্ভবতী মহিলাদের টিকা গ্রহণ হার ২৭ শতাংশ থেকে ৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, প্রসূতি মায়ের ভিটামিন 'এ' গ্রহণ হার ১ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, কিশোরী ও স্তন্যদানকারী মা'দের আয়রন বড়ি সেবন হার শূণ্য থেকে ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ২৩ শতাংশ থেকে ৫৯ শতাংশ এবং বিশুদ্ধ পানি পান ৩০ শতাংশ থেকে ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার ২২ শতাংশ থেকে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং জন্ম নিবন্ধন হার ৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শেষ কথা : সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রেখেছে। জন্ম নিবন্ধন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়ন, পানি ও পয়ঃ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পার্বত্যাঞ্চলে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পাড়াকর্মীর জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং সেবা বিতরণে বিভিন্ন সংস্থার সম্পৃক্ততা পাড়াকেন্দ্রকে তৃণমূল পর্যায়ে সত্যিকার অর্থে সেবা বিতরণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছে। সহযোগী সংস্থা সমূহের অংশগ্রহণে পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিশু শিক্ষা, পুষ্টি, পানি ও পয়ঃব্যবস্থা ও হাইজিন অভ্যাস গড়ে উঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু আরো অনেক কিছু করার এখনো বাকী আছে। সুতরাং সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ প্রচেষ্টা যাতে স্থায়িত্ব লাভ করে সে বিষয়ে উদ্যেগ গ্রহণের এখনই সময়।

লেখক : প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮ মাঘ ১৪২৪
২১ জানুয়ারি ২০১৮

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে আমি পার্বত্যবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও সময়োপযোগী নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর অগণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত এ পার্বত্য অঞ্চলকে করেছিল অশান্ত। সহজ সরল জীবনধারণে অভ্যস্ত অধিবাসীদের জীবনে নেমে এসেছিল অশান্তি, অবিশ্বাস ও অনাস্থার কালমেঘের ছায়া। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করেছি, যা এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকলখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমরা পার্বত্যবাসীর জীবন-মানের উন্নয়নে বনায়ন, জীব-বৈচিত্রের উন্নত ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

আমরা সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছি। এ প্রকল্পের পাড়াকেন্দ্রভিত্তিক সমন্বিত সামাজিক সেবা কার্যক্রম প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে চলেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০০০টি পাড়াকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। আমাদের এসকল পদক্ষেপের ফলে এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ প্রতিটি সেক্টরে আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

আমি আশা করি, সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমানার পাহাড় ঘেরা, নদী ও ঝরণা বিধৌত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। বিস্তীর্ণ পাহাড় শ্রেণী, ছোট ছোট উপত্যকা, কর্ণফুলী হ্রদ আর নৃবৈচিত্র্যের উপস্থিতি এ অঞ্চলকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। কিন্তু বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসন-শোষণ এবং স্বাধীনতা উত্তর কালের অবহেলা এ অঞ্চলের অফুরান সম্ভাবনাকে সংকুচিত করেছে। ফলে শিক্ষা-দীক্ষা, যোগাযোগ ও আর্থ সামাজিক সূচকের নিম্ন অবস্থানজনিত পশ্চাদপদতা এখনো বিদ্যমান। এ প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ ও বেসরকারী উদ্যোগকে গতিশীল করতেও বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ অঞ্চলের কৃষি ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান, সর্বোপরি উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ সৃজন বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত কর্মসূচী। ফলশ্রুতিতে পার্বত্যবাসীর জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সর্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে জাতীয় মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে একটি বিশেষ ধরণের উন্নয়ন সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরই স্বপ্নের ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। সৃষ্টিলগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। আজ এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, কৃষি, ক্রীড়া, সংস্কৃতি সর্বোপরি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অবদান অনস্বীকার্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত পাড়াকেন্দ্র অত্যন্ত মানবিক ও একটি সফল উদ্যোগ। পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠিকে সকল ধরণের মৌলিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী ও শিশুর কল্যাণে পাড়াকেন্দ্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পার্বত্য জেলা সমূহের অধিকাংশ পাড়ায় পাড়াকেন্দ্রের নেটওয়ার্ক রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধন পার্বত্যবাসীর জন্য এক অনন্য উপহার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহে পাড়াকেন্দ্র পার্বত্যবাসীর মৌলিক সেবা বিতরনে স্থায়ী রূপ লাভ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পাড়াকেন্দ্রের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক, এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের আমার অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি)

সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পণার ধারণা থেকে জন্ম নেয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অন্যতম সকল প্রকল্প সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রযাত্রায় ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের মাইলফলক অর্জনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পশ্চাৎপদ পার্বত্য এলাকায় ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা সত্যিই বড় কঠিন। কাঠিন্যের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তিন পার্বত্য জেলার কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া-সংস্কৃতির বিকাশ, সমাজকল্যাণ ও আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে জাতীয় উন্নয়ন মহাসড়কে সেতুবন্ধন রচনায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তৃণমূল থেকে উদ্ভূত জনচাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত অনগ্রসর ও অবহেলিত সকল জাতি-গোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারই ধারাবাহিকতায় পাড়াকেন্দ্রভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রকৃত অর্থেই পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, বিশেষায়িত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতাবৃদ্ধি এবং ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পাড়াকেন্দ্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি পার্বত্যবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তৃণমূল পার্যয়ে বিস্তৃত সকল ধরণের সামাজিক সেবা প্রাপ্তির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান পাড়াকেন্দ্রের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(র,আ,ম,উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি)

unicef
Representative
UNICEF bangladesh

Message

UNICEF has been supporting programmes in the Chittagong Hill Tracts since 1972, following the liberation war. In the 70's UNICEF support focussed on providing safe water and diarrhoea prevention. From 1980, UNICEF started supporting projects on child development, education, health, nutrition and capacity building of the community with income generation.

In the mid 80's considering the hilly, inaccessible terrain and scattered habitation, UNICEF and the Government of Bangladesh began collaborating to establishd "community centres". These centres functioned as early learning centres and as a site for mobilizing communities for development activities.

In 1991, UNICEF and the Government of Bangladesh jointly initiated the Integrated Community Development Project (ICDP) to set up a network of para centres with two main components; early learning opportunities for children; and health, hygiene and nutrition education and promotion for mothers and children.

UNICEF has been privileged to support the establishment of a network of 4,000 para centres in remote areas across the three districts. Due to targeted interventions, achievements in birth registration and pre primary education are commendable and exceed national averages. For example, according to MICS 2012-2013 pre Primary Education is 13.3 percentage points higher than the national Average.

ICDP will complete its third phase in December 2017 to move on to the next phase of "Sustainable Social Services in the Chittagong Hill Tracts"(SSSCHT) in line with the SDGs. The focus will be on universal coverage of a minimum package of services through the para centres delivered with quality and capacity building of the Hill District Councils and communities for managing these services. UNICEF Bangladesh is proud to be a partner of the Hill District Councils, Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs and Government of Bangladesh in this development initiative.

I wish all success for our joint effort.

(Edouard Beigbedar)

চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
ও
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতি আর নৃবৈচিত্র্যের সমন্বয়ে এক রূপময় জনপদের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ অঞ্চলের নানা প্রাকৃতিক সম্পদরাজি, বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার উপস্থিতি এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের উজ্জ্বল অহংকার। দীর্ঘকাল সংঘাতের মাধ্যমে এ অঞ্চলের শান্তি বিনষ্ট করা হয়েছিল, রুদ্ধ করা হয়েছিল সকল সম্ভাবনার দুয়ার, যার অবসান হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী প্রচেষ্টায় ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। শান্তি ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রায় ছিল এটি এক বিশাল অর্জন।

সকল ধরণের পশ্চাদপদতা দূর করে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ততার সুদূর প্রসারী রাষ্ট্রনায়কোচিত চিন্তা থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দীর্ঘ চার দশকের অভিযাত্রায় এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করতে চলেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ পাশ, বোর্ডের একক প্রকল্প গ্রহণের আর্থিক ক্ষমতা দুই কোটি টাকায় উন্নীতকরণ, বোর্ডের জন্য বরাদ্দ বহুলাংশে বৃদ্ধিসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার সুফল ইতোমধ্যে স্থানীয় জনগণ পেতে শুরু করেছে।

'সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প' পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি দীর্ঘ মেয়াদী সফল প্রকল্প। ইউনিসেফ এর সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গত প্রায় চার দশক ধরে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে চলেছে। প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু পাড়াকেন্দ্র। পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃ ব্যবস্থা, শিশু রক্ষা বিষয়ক মৌল সেবা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্যাঞ্চলের নারী ও শিশুদের সার্বিক অবস্থার প্রণিধাণযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় চলমান এ প্রকল্প দীর্ঘ প্রত্যাশিত ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধনে সদয় সম্মতি প্রদান করায় পার্বত্যবাসী গৌরবান্বিত বোধ করছে।

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)